REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

২৭শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ৪ঠা অগ্রহায়ণ বুধবার ১৩৪৭ ইংরাজী 20th November 1940 | ২৬শ সংখ্যা

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ হাতে ১৷৷০ টাকা। নগদ মূল্য ৵০ দুই পয়সা বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য ৵০ এক আনা।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা, ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵১০ আনা, এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ এক আনা হিসাবে। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ হার পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়। যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার ও বিনিময় সংবাদপত্রাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাতে হইবে

শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

ছাদের জন্য

লোহার কড়ি

বরগা, এঙ্গেল, করগেট, বল্টু ইত্যাদি

উচিত মূল্যে বিক্রয় করি।

সত্বর দরের জন্য

পত্র লিখুন।

নিরঞ্জন এণ্ড কোং লিঃ

ম্যানেজিং ডিরেক্টার :—

শ্রীমহিমারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

২নং দর্ম্মাহাটা ষ্ট্রীট

কলিকাতা।

এই জনগণ জাগরণকালে স্ত্রী-পুরুষের মহাবন্ধু

হিলিংবাম

সেবনে মেহরোগ চির আরোগ্য ও নবযৌবন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে।

১ মাত্রায় পরিচয় পাইবেন, সপ্তাহে আরোগ্য হইবেন।

৪৫ বৎসর ধরিয়া রোগী ও চিকিৎসক উভয় দলের নিত্য ব্যবহার্য্য। আই-এম-এস, এম-ডি-এফ-আর-সি-এস, এম-আর-সি-পি, এম-আর-সি-এস, এল-আর-সি-পি, এল-আর সি-এস প্রভৃতি উপাধিধারী ডাক্তারগণ কর্ত্তৃক অতি উচ্চ প্রশংসিত ও পৃষ্ঠপোষিত। প্রশংসাকারী দুই একজন ডাক্তারের নাম দেখুন :—

কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত আই-এম-এস, এম-ডি, এফ আর-সি-এস ইত্যাদি ; লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, আই-এম-এস, এম-আর-সি-পি, এম-আর-সি-এস, সার্জ্জন মেজর বি, কে, বসু, আই-এম-এস, এম-ডি-সি-এম, কাপ্তেন এস, এন, চৌধুরী আই-এম-এস, এম-আর-সি-এস, এল-আর-সি-পি, ডাঃ পুষৎ এম-ডি ইত্যাদি।

মূল্য বড় শিশি ৩৲, মাঝারি ২৷৷০, ছোট ১৸০ ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র। বিশেষ বিবরণ সম্বলিত তালিকা-পুস্তক লিখিলে বিনামূল্যে পাঠাই।

বাঙলার ও বাঙালীর নিজস্ব বীমা প্রতিষ্ঠান

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইনসিওরেন্স সোসাইটী লিমিটেড

ইহাতে জীবন-বীমা করিয়া সংসারে সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করুন।

—আর্থিক পরিচয়—

(মে হইতে ডিসেম্বর, ১৯৩৯)

নূতন বীমা	...	২ কোটি ১০ লক্ষের উপর
মোট চলতি বীমা	...	১৭ „ টাকার „
মোট সংস্থান	...	৩ „ ৫৬ লক্ষের „
বীমা তহবিল	...	৩ „ ১০ „ „
দাবী শোধ (১৯০৭-৩৯)		১ „ ৯৭ „ „
প্রিমিয়াম আয়	...	প্রায় ৪৭ লক্ষ টাকা

—বোনাস—

প্রতি বৎসর প্রতি হাজারে

মেয়াদী বীমায় ১৮৲ আজীবন বীমায় ১৫৲

হেড আফিস—হিন্দুস্থান বিল্‌ডিংস, কলিকাতা

ব্রাঞ্চ—বোম্বে, মাদ্রাজ, দিল্লী, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, পাটনা, নাগপুর ও ঢাকা।

এজেন্সি :—ভারতের সর্ব্বত্র, বর্ম্মা, সিলোন, মালয়া, ব্রিঃ ইষ্ট আফ্রিকা।

স্যাণ্ডো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর এখন কর্ম্মযুগ আসিতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাণ্ডো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষও স্যাণ্ডো সেবনে নিবারিত হয় ; দেহ সতেজ হয় ; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া, দাদ, অর্শ, কাউর, বাত, আমবাত, সর্দ্দি, কাশি সমস্তই স্যাণ্ডো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকালব্যাপী ঋতু, ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাণ্ডো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতি শিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲ ; ৩টী একত্রে ৫৷৷০

ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন এণ্ড কোং

ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।

১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

মহা সমর ! মহা সমর !!

এই দুর্দ্দিনে দেশের অর্থ দেশে রাখুন। এবং দেশের সহস্র সহস্র নরনারীর অন্ন-সংস্থানের সহায়তা করুন। ভারতে উৎপন্ন তামাকে হাতে তৈয়ারী ভারত বিখ্যাত

মোহিনী বিড়ি

যাহা মোহিনী বিড়ি, মোহিনী ২৪৭ বা ২৪৭ নং বিড়ি বলিয়া পরিচিত, সেবন করুন। ধূমপানে পূর্ণ আমোদ পাইবেন। আমাদের প্রস্তুত বিড়ি, বিশুদ্ধতার গ্যারাণ্টি দিয়া বিক্রয় করা হয়। পাইকারী দরের জন্য লিখুন।

একমাত্র প্রস্তুতকারক ও স্বত্বাধিকারী

মুলজী সিক্কা এণ্ড কোং

হেড অফিস—৫১, এজরা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখাসমূহ :—১৬০ নং নবাবপুর রোড, ঢাকা, সরায়গঞ্জ, মজঃফরপুর বি-এন-ডবলিউ-আর।

ফ্যাক্টরী—মোহিনী বিড় ওয়ার্কস, গোণ্ডিয়া (সি, পি) বি-এন-আর।

আমাদের নিকট বিড়ি প্রস্তুতের বিশুদ্ধ তামাক ও পাতা খুচরা ও পাইকারী হিসাবে পাওয়া যায়।

দরের জন্য পত্র লিখুন।

ব্যানার্জ্জি হোমিও হল

বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

রঘুনাথগঞ্জ এম, ই, স্কুলের নিকট অনুসন্ধান করুন।

বিজ্ঞাপন

নগদ ২০০০৲ টাকা অথবা ৫০০০৲ টাকা মূল্যের ভূসম্পত্তি জামিনতিতে জমিদারী সেরেস্তাভিজ্ঞ জনৈক বিশ্বস্ত স্থানীয় খাজাঞ্চী আবশ্যক। বেতন যোগ্যতানুসারে।

সেক্রেটারী, কোটালপুকুর ওয়াক্‌ফ এষ্টেট

পোঃ কোটালপুকুর, (সাঁওতাল পরগণা)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ।

৪ঠা অগ্রহায়ণ বুধবার সন ১৩৪৭ সাল

ভেজাল তৈলে অর্থদণ্ড

জঙ্গিপুরের ব্যবসায়ী হাজী মাওলাবক্স সেখ সাহেবের ভেজাল তৈল বিক্রয় জন্য রাখার অপরাধে ১০০৲ টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে।

বড়লাটের কার্য্যকাল বৃদ্ধি

১৯৪১ সালের এপ্রিল হইতে ভারতের বড়লাট মহামান্য লর্ড লিনলিথগোর কার্য্যকাল আরও এক বৎসরের জন্য বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

কলিকাতায় নিষ্প্রদীপ মহড়া

গত ৬ই নভেম্বর বুধবার রাত্রি ১০॥ হইতে ১১টা পর্য্যন্ত কলিকাতা এবং উহার নিকটবর্ত্তী হাওড়া, হুগলী ও চব্বিশ পরগণার মিল-অঞ্চলগুলিতে সাফল্যজনকভাবে নিষ্প্রদীপের মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। মহড়ার সূচনায় ভোঁ বাজাইয়া জনসাধারণকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হয় এবং শেষেও ভোঁ বাজাইয়া পরিসমাপ্তি সূচিত হয়। এইদিন রাত্রে ট্রামগুলির মধ্যে অন্ধকার রাখা হইয়াছিল এবং বাহিরের আলোগুলিও এমনভাবে আবৃত করা হইয়াছিল যাহাতে উপর হইতে কোনভাবেই উহা দৃষ্টিগোচর হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। মোটরগাড়ী ও লরীসমূহেও অনুরূপ ব্যবস্থা করা হয়। এই সময় কয়েকখানা এরোপ্লেনও সহরের উপরিভাগে উড়িতেছিল। ফলে কলিকাতায় এক অভূতপূর্ব্ব দৃশ্যের অবতারণা হয়।

ঐসময়ে অধিকাংশ লোকই গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করে, অবশ্য সহরের এই অভিনব দৃশ্য স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার জন্য রাস্তায় উৎসুক জনতারও অভাব ছিল না।

হাওড়া ও শিয়ালদহ ষ্টেশন সম্পূর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে কেবলমাত্র যাত্রীদের প্লাটফর্ম্মে যাওয়ার যাহাতে অসুবিধা না হয় তজ্জন্য মাঝে মাঝে উপরিভাগ আবৃত মৃদু আলোকের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ঐ সময় যে সকল ট্রেণের ছাড়ার কথা ছিল, সেগুলি হেডলাইট না জ্বালাইয়া ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়া আসে। গাড়ীর কামরাগুলির জানালাগুলিও বন্ধ রাখা হইয়াছিল।

মোগলসরাই প্যাসেঞ্জার ও বি, এন, আর পুরী প্যাসেঞ্জার বিমান আক্রমণ সতর্কতা কর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্দেশ অনুযায়ী আলোক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিয়া হাওড়া ষ্টেশন পরিত্যাগ করে এবং কলিকাতা হইতে ২৫ মাইল দূরে গিয়া আলো জ্বালায়। গোমো প্যাসেঞ্জার, ব্যাণ্ডেল লোকাল এবং ঝাড়গ্রাম প্যাসেঞ্জার ঐ সময় হেড-লাইট না জ্বালাইয়া হাওড়া ষ্টেশনে প্রবেশ করে এবং ষ্টেশনের কোণায় যে সকল মৃদু আলো জ্বলিতেছিল সেইগুলির সাহায্যে যাত্রীরা পথ নির্ণয় করে।

শিয়ালদহ ষ্টেশনেও অনুরূপ দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

হাওড়া ও শিয়ালদহের কর্ত্তৃপক্ষ ও রেলওয়ে পুলিশ যাত্রীদের নিরপত্তা এবং স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা অবলম্বন করে।

বিমান আক্রমণ সতর্কতা কর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্দেশ অনুযায়ী ঐ সময়ে সর্ব্বপ্রকার বাহিরের আলো বিজ্ঞাপনের বাতি, চৌরাঙ্গীর রাস্তার সঙ্গমস্থলগুলিতে যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণের আলো এবং সিনেমা ও থিয়েটারের সম্মুখস্থিত বাতি নির্ব্বাপিত রাখা হয়। গাড়ীগুলিও এই সময় আলো আবৃত করিয়া যথাসম্ভব মন্দ গতিতে চলাচল করিতে থাকে। সমস্ত ষ্টিমারের বাহিরের আলোতে পর্দ্দা আঁটিয়া দেওয়া হয়।

প্রায় ৭,৬০০ সিভিক গার্ড তাহাদের নিজ নিজ ডিষ্ট্রীক্ট কমাণ্ডাণ্টের নির্দ্দেশ অনুযায়ী পুলিশের সহযোগিতায় সহরের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রহরা দিতে থাকে। মিঃ পি, এন মল্লিকের নেতৃত্বে প্রায় ৩২৬ জন সিভিক গার্ড মনিকতলা অঞ্চলের পুলিশের সহিত পরামর্শক্রমে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রহরা দিতে থাকে। ১০ টার পূর্ব্বে সিভিক-গার্ডরা নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট ঘাটিতে উপনীত হয়। মহড়ার সময় দোকান, বাজার ও হোটেলগুলির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়।

সহর ও সহরতলীর সমস্ত অঞ্চলেই অনুরূপ ব্যবস্থা করা হয়। এই উপলক্ষ্যে সর্ব্বত্র ব্যাপক পুলিশ-প্রহরার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। কনষ্টেবলদের লরীতে করিয়া সহরে টহল দিতে দেখা যায়।

বেকার বাঙ্গালী তরুণদের চাকুরীর সংস্থান

সরকারী নিয়োগ-উপদেষ্টার প্রচেষ্টা

বিভিন্ন কলকারখানা ও সশস্ত্র সেনা-বাহিনীতে বাঙ্গালী তরুণদের কর্ম্ম-সংস্থান ব্যাপারে বাঙ্গালা সরকারের নিয়োগ উপদেষ্টা মাত্র সম্প্রতি তাঁহার দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক কার্য্যক্রম শেষ করিয়াছেন। যুদ্ধের দরুণ সাধারণ কলকারখানাগুলিতে নূতন লোকের চাকুরী হওয়া ব্যাপারে বিশেষ অসুবিধা থাকিলেও, ফল বেশ সন্তোষজনক হইয়াছে। ২২ জন বাঙ্গালী তরুণকে বিভিন্ন বে-সরকারী কারখানায় চাকুরী দেওয়া সম্ভবপর হইয়াছে এবং ৫১ জন তরুণ রাজকীয় সশস্ত্র সেনাবাহিনীর বিভিন্ন শাখায় চাকুরী লাভ করিয়াছে। যে-সব বে-সরকারী কারখানায় তরুণদের চাকুরীর ব্যবস্থা হইয়াছে, তন্মধ্যে বাটা কোম্পানী, বৃটিশ-ইণ্ডিয়া ইলেক্ট্রিক কন্‌ষ্ট্রাক্‌শন কোং, হ্যডফিল্ড কোং প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা চলে। সমর-সম্ভার প্রস্তুত সম্পর্কিত বিভিন্ন দলে নানা শ্রেণীর লোকের চাকুরীর সুযোগ হইয়াছে।

ইতিপূর্ব্বে যে সব ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা পাওয়া গিয়াছে, তাহা ছাড়া আরও নূতন নূতন প্রতিষ্ঠান সরকারী নিয়োগ-উপদেষ্টার সহিত সহযোগিতা করিয়া দুই একজন করিয়া লোক গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছেন এবং আশা করা যায় যে, এরূপভাবে অনেক বেকার তরুণের চাকুরীর সংস্থান হইবে।

তরুণদিগকে চাকুরী যোগাড় করিয়া দেওয়ার প্রচেষ্টা গত মার্চ্চ (১৯৪০) মাস হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং নিয়োগ-উপদেষ্টার চেষ্টায় এ পর্য্যন্ত বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে ৩৩ জন ও সশস্ত্র সেনা-বাহিনীতে ৭২ জন বাঙ্গালী তরুণের চাকুরী হইয়াছে।

সশস্ত্র সেনাদলে চাকুরীর সুযোগ ও নিয়মাবলী সম্বলিত একখানা প্রচারপত্র প্রকাশ করিয়া ব্যাপকভাবে বিতরণও করা হইয়াছে।

ভারত গভর্ণমেণ্ট

ব্যবস্থা বিভাগ

১৯৪০ খৃষ্টাব্দের ৮নং অর্ডিনান্স

নগররক্ষী দল (সিভিক গার্ডস)

গঠনের বিধান করণার্থ

অর্ডিনান্স

যেহেতু জরুরী অবস্থার উদ্ভব হওয়ায় নগররক্ষী দল (সিভিক গার্ড্‌স) গঠনার্থ বিধান করা প্রয়োজন;

অতএব এক্ষণে, ভারত গভর্ণমেণ্ট বিষয়ক ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের আইনের নবম তফসীলে বর্ণিতরূপ ভারত-গভর্ণমেণ্ট বিষয়ক আইনের ৭২ ধারাদ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতা-সমূহের পরিচালনক্রমে, মহামান্য গভর্ণর জেনারাল বাহাদুর নিম্নলিখিত অর্ডিনান্সটি প্রণয়ন ও প্রচার করিতেছেন :—

সংক্ষিপ্ত নাম, ব্যাপ্তি ও আরম্ভ।

১। (১) এই অর্ডিনান্সটিকে নগররক্ষী দল (সিভিক গার্ড্‌স) বিষয়ক ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের অর্ডিনান্স বলা যাইতে পারিবে।

(২) ইহা সমগ্র ব্রিটিশ ভারতে প্রচলিত হইবে।

(৩) ইহা অবিলম্বেই বলবৎ হইবে।

নগররক্ষী দল (সিভিক গার্ডস) গঠন।

২। কোন জেলার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা কোন প্রেসিডেন্সি সহরের পুলিশ কমিশনার ঐ জেলা বা স্থল-বিশেষে ঐ প্রেসিডেন্সী সহরের নিমিত্ত নগররক্ষী দল (সিভিক গার্ড্‌স) নামে একটী বাহিনী গঠন করিতে পারিবেন; এবং ঐ বাহিনীর সভ্যগণ, লোকজনদের রক্ষা, ধনসম্পত্তির নির্ব্বিঘ্নতা বা জনসাধারণের নিরাপত্তা সম্পর্কে তাঁহাদের উপর যেসকল কার্য্যের ভার এই অর্ডিনান্সে ও তদধীনে প্রণীত নিয়মাবলীর বিধানানুসারে অর্পিত হয় সেই সকল কার্য্য সম্পাদন করিবেন।

সভ্যগণের নিয়োগ।

৩। প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট কোন জেলার জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটকে বা কোন প্রেসিডেন্সী সহরের পুলিশ কমিশনারকে যত জন ব্যক্তিকে নগররক্ষী (সিভিক গার্ড) দলের সভ্য নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা প্রদান করেন, ঐ জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বা পুলিশ কমিশনার ততজন উপযুক্ত এবং ঐরূপ কার্য্য করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে নগররক্ষী (সিভিক গার্ড) দলের সভ্য নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

তিনি ঐরূপ কোন সভ্যকে নগররক্ষী (সিভিক গার্ড) দলের অধিনায়কতা করার কোন পদেও নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

সভ্যগণ যে সকল কার্য্য করিবেন।

৪। কোন জেলার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বা কোন প্রেসিডেন্সী সহরের পুলিশ কমিশনার নগররক্ষী (সিভিক গার্ড) দলের কোন সভ্যকে ট্রেণিংয়ের জন্য কিংবা এই অর্ডিনান্স ও তদধীনে প্রণীত নিয়মাবলীর বিধানসমূহ অনুসারে তাঁহাদের উপর যে যে কার্য্যের ভার অর্পিত হয় সেই সেই কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য যে কোন সময় আহ্বান করিতে পারিবেন।

ক্ষমতাবলী, রক্ষা ও কর্ত্তৃত্ব।

৫। (১) ৪ ধারানুসারে নগররক্ষী (সিভিক গার্ড) দলের কোন সভ্যকে কার্য্যের জন্য আহ্বান করা হইলে তাঁহার তৎকালে প্রচলিত কোন আইন মতে নিযুক্ত কোন পুলিশ কর্ম্মচারীর ন্যায় ক্ষমতা ও অধিকার থাকিবে এবং ঐ কর্ম্মচারীর ন্যায়ই তিনি রক্ষা পাইবেন।

(২) নগররক্ষী (সিভিক গার্ড) দলের কোন সভ্য ঐরূপ সভ্যরূপে কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবার কালে কোন কার্য্য করিলে বা করিতে ইচ্ছা করিলে তৎসম্পর্কে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের বা কোন প্রেসিডেন্সী সহরে পুলিশ কমিশনারের মঞ্জুরী পূর্ব্বে না লইয়া, ঐ সভ্যের বিরুদ্ধে কোন মামলা দায়ের করা যাইবে না।

পুলিশবাহিনীর কর্ম্মচারিগণের কর্ত্তৃত্ব।

৬। ৪ ধারানুসারে নগররক্ষী (সিভিক গার্ড) দলের সভ্যগণকে সরাসরি পুলিশবাহিনীর সাহায্যকল্পে আহ্বান করা হইলে, তাঁহারা ৮ ধারার অধীনে প্রণীত নিয়মাবলীদ্বারা যেরূপ প্রণালী ও পরিমাণ নির্দ্ধারিত হয় সেইরূপ প্রণালীতে এবং পরিমাণে ঐ পুলিশবাহিনীর কর্ম্মচারীদের কর্ত্তৃত্বাধীন থাকিবেন।

দণ্ড।

৭। নগররক্ষী (সিভিক গার্ড) দলের কোন সভ্যকে ৪ ধারামতে আহ্বান করা হইলে তিনি যদি যথেষ্ট কারণ ব্যতীত ঐরূপ হুকুম পালন করিতে, বা নগররক্ষী (সিভিক গার্ড) দলের সভ্যরূপে তাঁহার কার্য্য করিতে, কিংবা কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদন করিবার জন্য তাঁহাকে যে আইনসঙ্গত আদেশ বা নির্দ্দেশ দেওয়া হয় তাহা পালন করিতে অবহেলা বা অস্বীকার করেন তাহা হইলে উপযুক্ত ক্ষমতাসম্পন্ন কোন আদালত কর্ত্তৃক দোষী সাব্যস্ত হইলে, তাহার পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

নিয়মাবলী।

৮। প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট, কিংবা ব্রিটিশ বেলুচিস্থান ব্যতীত অন্য কোন চীফ কমিশনারের প্রদেশে চীফ কমিশনার, এই অর্ডিনান্সের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারিবেন :—

(ক) এই অর্ডিনান্সের ৪ ধারানুসারে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের উপর যে সকল ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে সেই সকল ক্ষমতা কোন পুলিশ কর্ম্মচারী বা মহামান্য সম্রাট বাহাদুরের অপর কোন কর্ম্মচারী পরিচালন করিবেন এরূপ বিধান করা ;

(খ) নগররক্ষী (সিভিক গার্ড) দলের সভ্যগণ সরাসরি পুলিশবাহিনীর সাহায্যকল্পে কার্য্য করিবার কালে তাঁহাদের উপর ঐ পুলিশবাহিনীর কর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃত্ব পরিচালন করিবেন এরূপ বিধান করা ;

(গ) নগররক্ষী (সিভিক গার্ড) দলের সংগঠন, নিয়োগ, কার্য্যের সর্ত্তসমূহ, কর্ত্তব্যকর্ম্ম, নিয়মানুবর্ত্তিতা, অস্ত্রশস্ত্র, সাজসজ্জা ও পোষাকাদি এবং যে প্রণালীতে তাঁহাদিগকে কার্য্য করিবার জন্য আহ্বান করা যাইতে পারে সেই প্রণালী নিয়ন্ত্রণ করা ;

(ঘ) ম্যাজিষ্ট্রেট বা বিচারালয় সম্বন্ধীয় ক্ষমতা ব্যতীত অপর যে সকল ক্ষমতা কোন কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের কোন আইন মতে পরিচালন করিতে পারেন সেই সকল ক্ষমতা নগররক্ষী (সিভিক গার্ড) দলের সভ্যগণের উপর তাঁহাদের পদানুযায়ী প্রদান করা ;

(ঙ) এই অর্ডিনান্সের বিধানগুলি সাধারণভাবে কার্য্যে পরিণত করা।

লিনলিথগো,
ভাইসরয় ও গভর্ণর জেনারল।

জি, এইচ, স্পেন্স,
ভারত গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

নীলামের ইস্তাহার।

চৌকি জঙ্গিপুর প্রথম মুন্সেফী আদালত।
নীলামের দিন ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৪০।

৭৫২ খাং ডিঃ মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ দেং চারুবালা দেবী দাবি ১০৸৩ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে বড় কালিয়াই (জঙ্গিপুর) ৬২ শতকের কাত ১৷৷১০ আঃ ৩৲

৭৫৩ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১৮৸৩ থানা ঐ মৌজে ছোট কালিয়াই ১-৭৫ শতকের কাত ৪৸০ আঃ ১০৲

৭৫৬ খাং ডিঃ ঐ দেং গোপালচন্দ্র মণ্ডল দীং দাবি ১৪৸৩ ঐ মৌজাদিতে ১-১৯ শতকের কাত ৪৸০ আঃ ১০৲

৭৫৫ খাং ডিঃ ঐ দেং চারুবালা দেবী দীং দাবি ১৬৷৷৵৬ থানা ঐ মৌজে বড় কালিয়াই ১-৪২ শতকের কাত ৩৸৵২ আঃ ৮৲

৭৫৪ খাং ডিঃ ঐ দেং শিবুনাথ সাহা দীং দাবি ১১৷৵৯ থানা ঐ মৌজে একবরপুর ২৫ শতকের কাত ২৵ আঃ ৫৲

৭৫৮ খাং ডিঃ ঐ দেং মুক্তিপদ চট্টোপাধ্যায় দীং দাবি ২৫৷৷৵৩ থানা ঐ মৌজে জোতকমল ৫-০৮ শতকের কাত ১৩৷৷৵৩ আঃ ২২৲

৭৫৯ খাং ডিঃ ঐ দেং ভগবতী দাসী দাবি ৯৷৵৯ থানা ঐ মৌজে তাঁতিপাড়া (জঙ্গিপুর) ১২ শতকের কাত ১৸৵০ আঃ ৩৲

৭৬১ খাং ডিঃ ঐ দেং তামশুরুদ্দিন মণ্ডল দীং দাবি ১৪৷৷৵৬ থানা ঐ মৌজে বিশ্বনাথপুর ৩৵০ বিঘার কাত ৩৸ আঃ ১০৲

৭৬২ খাং ডিঃ ঐ দেং আব্বাস মণ্ডল দীং দাবি ১৬৷৷৵৩ থানা ঐ মৌজে বিশ্বনাথপুর ৩৷৷২ বিঘার কাত ৪৷৷০ আঃ ১২৲

৭৪৯ খাং ডিঃ ঐ দেং ভজনবালা দেবী দাবি ৭৫৬ ঐ মৌজাদিতে ৯-৪২ শতকের কাত ১৬৸১০ আঃ ৭০৲

৭৪৮ খাং ডিঃ ঐ দেং ধীরেন্দ্রনাথ দাস দীং দাবি ৮৬৷৵০ থানা সুতী মৌজে নূতন বাহাদুরপুর ১১৵৪ বিঘার কাত ১৬৸৵৬ আঃ ৫০৲

চৌকি জঙ্গিপুর প্রথম মুন্সেফী আদালত
নীলামের দিন ১৮ই ডিসেম্বর ১৯৪০।

৮৮ মনি ডিঃ মহেশচন্দ্র সরকার মৃতাস্তে ওয়ারীশ পুত্র নলিনীমোলন সরকার দীং দেং বনমালী মণ্ডল মৃতাস্তে ওয়ারীশ পুত্র ও স্বয়ং কৃষ্ণলাল মণ্ডল দাবি ৭৪৸০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে পিরোজপুর ১৷৷৩ বিঘার কাত ২৷৵১২ আঃ ২০৲ রায়ত স্থিতিবান ২নং লাট মৌজাদি ঐ ১৷৷৩ কাত ২৷৵১২ আঃ ২০৲

৫৮ মনি ডিঃ পুলিনচন্দ্র দাস দেং মনোহর দাস দীং দবি ২৪০৷৷৵০ থানা সুতী মৌজে বাগডাঙ্গা ২-৩৩ শতকের কাত ৫৷৵১০ আঃ ৭০৲ খং ৮৩ স্থিতিবান স্বত্ব ২নং লাট থানা ঐ মৌজে সাদিকপুর ২-২৬ শতকের কাত ৩৷৵১২ আঃ ১০০৲ খং ৩৬৫ ঐ স্বত্ব

চৌকি জঙ্গিপুর দ্বিতীয় মুন্সেফী আদালত
নীলামের দিন ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৪০।

৭৬৯ খাং ডিঃ মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ দেং গগন মণ্ডল দীং দাবি ৮৮৷৷৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে বিশ্বনাথপুর ২৯৷৷০ বিঘার কাত ৩১৷৷০ আঃ ৭৫৲

৭৩৭ খাং ডিঃ ভৌরীলাল বয়েদ দীং দেং ভোলানাথ সাহা দীং দাবি ৩২৷৷০ থানা সুতী মৌজে ঘোড়াপাখিয়া গাঙ্গিন ৬-৬৬ শতকের মধ্যে ৪ অংশে ৪-৪৪ শতকের কাত ১০৸৪ আঃ ১০৲ খং ২৫২

৭৪৪ খাং ডিঃ হাজি সেখ আবদুল আজিজ দীং দেং হেমবরণী রায় চৌধুরাণীর পৌষ্যপুত্র শিবশঙ্কর রায় চৌধুরীর মৃতাস্তে ওয়ারীশ ভোলানাথ রায় চৌধুরী দীং দাবি ৪১৭৸৭ থানা সাগরদীঘী ৫নং ডিহি কুতুবপুরের সামিল ৭১নং মৌজে দোহালী ও শম্ভুনগর মৌজা হায়ের ৫ গণ্ডা ৪ পত্তনী বার্ষিক জমা ৭১৷৷৵৬ আঃ ৫০৲ এই মৌজার সেটেলমেণ্ট খং ৪৬

২০৪ খাং ডিঃ ফতেসিং কুঠারী দেং নরেশচন্দ্র বসু দাবি ১২৯৷৷৭৷৷ থানা সাগরদীঘী মৌজে কাবিলপুর ৩০-৯৪ শতকের কাত ১২৬৸৵৬ আঃ ৫০৲ খং ১৭৬

৬৩৩ খাং ডিঃ বিনয়ভূষণ রায় দেং জাফর মহম্মদ মণ্ডল দীং দাবি ৮৮৷৷৵৩ থানা সাগরদীঘী মৌজে কুণ্ডর-প্রতাপ ৭-৫৬ শতকের কাত ২৷৷০ তন্মধ্যে ৵৭ পাই বাদে নীলাম হইবে আঃ ৫০৲ খং ১৭৫

৬৪৭ খাং ডিঃ হীরেন্দ্রনাথ রায় দীং দেং আতর্দ্দি সেখ দাবি ৬৷৷৵৩ থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে মহাদেবনগর ১১ শতকের কাত ১৷৵৬ আঃ ৫৲ খং ৫১

৬৪৯ খাং ডিঃ ঐ দেং রমণী কর্ম্মকার দাবি ১২৷৵৬ থানা ঐ মৌজে জয়কৃষ্ণপুর ৪৬ শতকের কাত ১৷৷৵৯ আঃ ৫৲ খং ৫৯৬

ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবন

যথাসম্ভব সুলভে বিশুদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান।

(স্থাপিত সন ১৩৩২ সাল)

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান চিকিৎসক

কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায়, বি-এ, কবিরত্ন

প্রধান ঔষধালয় :— রঘুনাথগঞ্জ ঃঃ মুর্শিদাবাদ।

শাখা ঔষধালয় :— জঙ্গীপুর (বাবুবাজার)।

আয়ুর্ব্বেদীয় সকল রকম আসব, অরিষ্ট, মোদক, বটী, তৈল, ঘৃত, চূর্ণ ও ধাতুভস্মাদি সর্ব্বদা প্রচুর মজুত থাকে। মফঃস্বলের চিকিৎসকগণকে উপযুক্ত কমিশন দেওয়া হয়।

পণ্ডিত প্রেস

রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ

উচ্চশ্রেণীর ছাপার জন্য বিখ্যাত

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

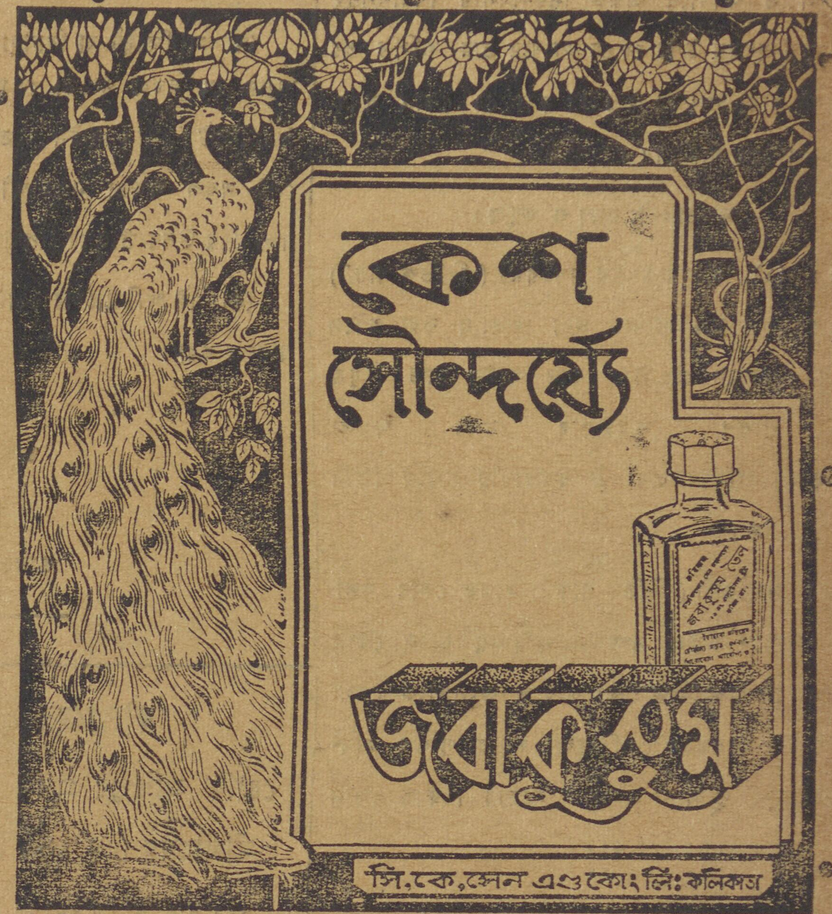

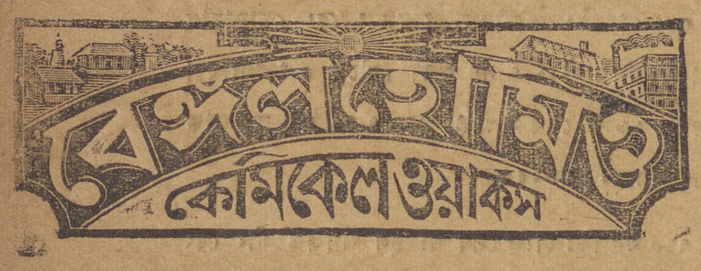

মহাত্মা আনন্দ ঋষির আয়ুর্ব্বেদিক হোমিও ঔষধ প্রস্তুত হইতেছে। ডাক্তার বি, রায়কে পত্র লিখিয়া জানুন।

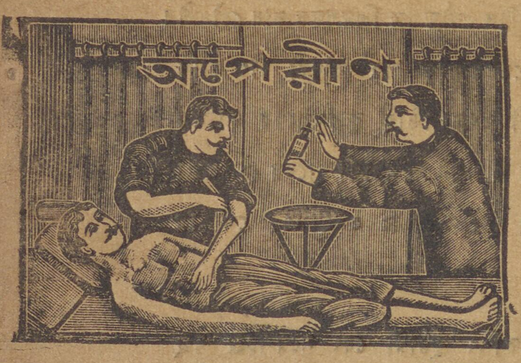

সার্জ্জারী জগতে যুগান্তর!

ডাক্তার আনন্দ ঋষির আবিষ্কৃত একমাত্র **অপেরীণ** ইহা ব্যবহারে লক্ষ লক্ষ রোগী বাগী, ফোড়া, কাকবিড়ালী, ঠুনকা, মুখের ব্রণ পৃষ্ঠ ব্রণ, উরুস্তম্ভ, শীতলী কর্ণমূল প্রভৃতি যন্ত্রণা-প্রদ ব্যয় বহুল রোগ হইতে বিনা অস্ত্রে ও বিনা জ্বালা যন্ত্রণায় মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আরোগ্য হয় মূল্য বড় শিশি ১৲, মাশুল সমেত ১।৶০ ।৵০ আনার টিকেট পাঠাইলে স্যাম্পেল শিশি পাইবেন।

মৃতের জীবন ঃ—ভাইট্যালী—{ বহুবিধ রোগনাশক জীবনীশক্তিবর্দ্ধক টনিক।

(ডাক্তার আনন্দ ঋষি **মরা মানুষ** বাঁচাইতে পারিতেন। তিনি বহু গবেষণার পর জগতের হিতার্থে ভাইট্যালী আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন।) মানব জীবনের প্রধান উপাদান ভাইট্যাল পাওয়ার বা জীবনীশক্তি; উহার হ্রাস, বৃদ্ধিতে সমস্ত রোগ হয়। উহা ঠিক রাখিতে পারিলেই মানুষ দীর্ঘায়ু ও নীরোগ হইতে পারেন। ... যাঁহারা মেহ, প্রমেহ, ধাতু-দৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, ধ্বজভঙ্গ, ডায়েবিটিস, ডিসপেপসিয়া, অম্ল, অজীর্ণ, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, বাধক, স্মরণশক্তির হ্রাস, বাত ও অর্শ প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে মৃতপ্রায় হইয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে ভাইট্যালী পরম বন্ধু। ইহা ভাইট্যাল পাওয়ার (জীবনীশক্তি) বৃদ্ধি করিয়া শীঘ্রই নীরোগ করে। যাঁহারা নানাবিধ ঔষধ খাইয়াও কোন ফল পান নাই তাঁহারা একবার মাত্র এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া দেখুন। ।৵০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে ১ সপ্তাহের ঔষধ পাইবেন।

প্রায় এক মাসের ঔষধ এক শিশির মূল্য ১৲ মাত্র। ডাক মাশুল সমেত ১।৶০

প্রাপ্তিস্থান **ডাঃ বি রায় এণ্ড কোং কেমিষ্টস**
ফতেপুর, পোষ্ট গার্ডেনরীচ, কলিকাতা

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

বিশুদ্ধতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আয়ুর্ব্বেদীয় প্রতিষ্ঠান

ব্রাঞ্চ ও এজেন্সি পৃথিবীর সর্ব্বত্র

অধ্যক্ষ—শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী
এম-এ, এফ-সি-এস (লণ্ডন), এম-এস-সি (আমেরিকা)
ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক (প্রফেসার)

মকরধ্বজ (বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতানাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্যবিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, রক্তহীনতা, স্বপ্ন-দোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ—প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যাবতীয় রস ও স্ত্রীরোগের মহৌষধ। ১৬ মাত্রা ২৲ টাকা, ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত